দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...
11 NOV 2016

শিক্ষক : অতীত ও বর্তমান

এম এন করিম

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা চাই, শিক্ষা ছাড়া উপায় নাই। এছাড়াও আরো কত নীতি বাক্য বা শ্লোগান ছিল শিক্ষা নিয়ে। আজ এই নীতি বাক্য বা শ্লোগানগুলোও মনে হয় পালিয়ে গেছে অবহেলায়, লজ্জায় ও অবমাননায়। আমার এক শিক্ষক বলতেন, শিক্ষা হচ্ছে মানুষের আচরণের পরিবর্তন। কিন্তু আজকে আচরণ পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু তা উল্টোদিকে যাচ্ছে। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, আসলে গলদ কোথায়? আমি মনে করি, শিক্ষক ও অভিভাবক দু'জনেরই। আমি পরিষ্কার করব কিভাবে।

আগেরদিনে শিক্ষকরা অনেক কম শিক্ষিত থাকলেও ছিলেন অনেক আদর্শিক, স্নেহশীল ও যত্নশীল। অভিভাবক স্কুলে গিয়ে বলতেন, 'স্যার গোশত আপনার, হাড্ডি আমার'। কিন্তু এরপরও কোনো শিক্ষকের প্রহারে কোনো শিক্ষার্থী মারা গেছে এমন নজির পাওয়া কঠিন হবে। তারা অনেক আদর করতেন শিক্ষার্থীদের। আমার এখনো মনে পড়ে আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাকে অনেক আদর-যত্ন করে 'এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদীর....' দেশের গানটি শিখিয়েছিলেন। আমার এখনো কষ্ট হয়, আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক আমার উপর রাগ করে অনেকদিন কথা বলেননি। কারণ আমার ৫ম শ্রেণিতে রোল এক হওয়া সত্ত্বেও বৃত্তি পরীক্ষা দেইনি। ঐসময়ে শিক্ষককে শুধু শিক্ষার্থীরা নয় অভিভাবকরাও ভয় ও শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু এখন শিক্ষার্থীরাও ভয় পায় না বা শ্রদ্ধা করে না। উল্টো কোনোদিন একটু বেশি বকা দিলে বা প্রহার করলে বাড়িতে গিয়ে বিচার দেয় নিজের শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

আগের দিনে প্রাইমারি শিক্ষার্থীদের জন্য মাত্র ছয়টি বই ছিল। পড়াতেন শিক্ষকরা যত্ন করে। অনেক শিক্ষক কৃষিকাজ করে স্কুলে এসে ক্লাস নিতেন। ঐসময়ে ছিল না তেমন কিন্ডারগার্টেন। ছিল না কোনো সিলেবাস। আমরা বইকে তিনভাগ করে পড়তাম। বার্ষিক পরীক্ষায় কষ্ট হতো বেশি। কারণ, পুরো বই অনুশীলন করা লাগত। তারপরও শিক্ষার্থী ফলাফল ছিল অনেক সন্তোষজনক। সর্বোপরি, রেজাল্ট বেশি ভাল না হলেও, ফেলের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু বর্তমানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়েছে কিন্ডারগার্টেন। অভিবাবকরাও সরকারি প্রশিক্ষিত শিক্ষককে বাদ দিয়ে বেছে নিয়েছেন অপ্রশিক্ষিত ও কম যোগ্য শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত কিন্ডারগার্টেনকে। কিন্ডারগার্টেন-গুলোও কিছু কৌশল নিয়েছে। পরীক্ষার আগে সাজেশনের নামে তিন/চার সেট প্রশ্নপত্র দিচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থী ভাল রেজাল্ট করছে। যাতে শিক্ষক অভিভাবক উভয়ই খুশি। এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও অভিযোগ আছে-সরকারি স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক ক্লাসের ব্যাপারে আন্তরিক নয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেশি। তাহলে সরকারের প্রাইমারি শিক্ষার পেছনে বিশাল ব্যয় যাচ্ছে কোথায়?

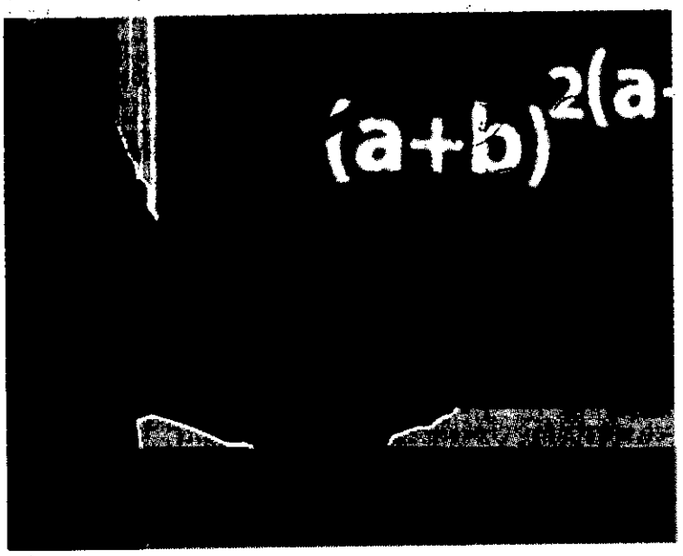

এবার আসি শিক্ষাব্যবস্থার কথায়। আগে ছিল না সৃজনশীল পদ্ধতি। তাই বলা হতো, শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাই করা হলো সৃজনশীল। আর এর সুযোগ নিয়েছে কিছু অসাধু শিক্ষক। আগে তো বইয়ের অনুশীলনীর বাইরে প্রশ্ন করতে পারতো না। কিন্তু বর্তমানে সৃজনশীল পদ্ধতির নাম দিয়ে শিক্ষাকে করে তুলেছে আরো বেশি পণ্য। আর শিক্ষার্থীরা হচ্ছে তার কাস্টমার। গত কয়েকদিন আগে শুনি একটি বেসরকারি নামকরা স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষক মাসে একলাখ টাকা আয় করেন শুধু ব্যাচে শিক্ষার্থী পড়িয়ে। আর বিজ্ঞান বা গণিত হলে তো কথাই নেই। আজ যেন সৃজনশীল পদ্ধতি টাকা উপার্জনের ফাঁদ।

এবার আসি ফলাফলের বিষয়ে। রেজাল্ট আজ আর শুধু শিক্ষার্থীর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এটি আজ পরিবারের, সমাজের, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা। যা নিয়ে জাফর ইকবাল স্যার তার এক কলামে খোলাসা করেছেন, কিভাবে শিক্ষার্থী রেজাল্ট পায় বা শিক্ষকরা দেয় বাধ্য হয়ে। আর অভিভাবকরাও আজ রেজাল্ট নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু তার সন্তান কী শিখল এ নিয়ে তাদের একদম মাথাব্যথা নেই বললে চলে। তাদের গর্ব এই জায়গায়ই বলতে পারবে "আমার সন্তান এ প্লাস পেয়েছে"। আর এ প্লাস পাওয়া শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ভর দেখেছিলাম আমরা এসএসসি রেজাল্টের পরে এক টিভি রিপোর্টারের প্রতিবেদনে। তারাও কিন্তু সৃজনশীল পদ্ধতিতে পড়েছিল।

যত কিছু হয়েছিল সব ভুলে গেছিল জাতি। কারণ আমরা কোনো ইস্যু বেশিদিন মনে রাখতে পছন্দ করি না। কিন্তু খটকা লাগল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার পর। পত্রিকার অনেকগুলো শিরোনাম সচেতন মানুষকে নাড়া দিল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ৯১ এর বিপরীত ১৯ জন পাস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটে পাসের হার - ১৩.৫৫,

'খ' ইউনিটে পাসের হার - ১১.৪৩

'গ' ইউনিটে পাসের হার- ৫.৫২

'চ' ইউনিটে পাসের হার - ২.৪৭।

এই চিত্র বলে দেশের শিক্ষার অবস্থা। তাহলে কি বলতেই হবে সনাতন পদ্ধতি ভাল ছিল? নাকি শিক্ষকের মানের অবনতি হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সময় পাবেন কিনা জানি না,সংশ্লিষ্টরা ? তবে শিক্ষকতাকে অনেকে পেশা হিসেবে নিতে পারলেও, পারেনি আদর্শ হিসেবে নিতে। তাই এই মহান পেশায়ও খোঁজেন বিলাসিতার অবৈধ টাকার গন্ধ।

একটি গল্প দিয়ে আজ শেষ করব। এক সরকারি কর্মকর্তা ছিল। সব জায়গায় ঘুষ নিত। তো সরকার চিন্তা করল তাকে এমন জায়গায় দিতে হবে যাতে কোনো ঘুষ না নিতে পারে। অবশেষে একটি জায়গা বের করল। তাকে নদীর পাড়ে দিবে। নদী দেখাশোনা করতে। দেয়া হলো সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। তিনিও দেখাশোনা করছিলেন ঠিকভাবে। একদিন এক বরযাত্রী যাচ্ছিল নদী দিয়ে। এই কর্মকর্তা চিন্তা করলেন এই-ই সুযোগ। তিনি বরযাত্রী বহরকে থামিয়ে বললেন এই নদী দিয়ে যাওয়া যাবে না। কারণ সরকার আমাকে পাঠিয়েছে নদীর ঢেউ গণনার জন্যে। বরযাত্রীর মাথায়তো বাজ পড়ার অবস্থা। অবশেষে অনেক অনুনয়-বিনয় করে কিছু টাকা দিয়ে ম্যানেজ করল। তারপরও কর্মকর্তা বললেন, এক সাইড দিয়ে যেতে হবে। যেন ঢেউ নষ্ট না হয়।

আজ মনে হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে বা শিক্ষকের জায়গায়ও এমন কিছু লোক ঢুকে গেছে। যতদিন এই লোকগুলো পরিবর্তন হবে না, ততদিন নীতি যতই পরিবর্তন হোক না কেন, কাজ হবে না। আর এই জাতিকে দিয়ে যাবে অসংখ্য বদরুল আর জসিমউদ্দিন মানিক—যারা খাদিজাকে কুপিয়ে মারবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে মিষ্টি বিতরণ করবে ধর্ষণে সেঞ্চুরি করে। আর শিক্ষকরাও লাঞ্ছিত হবে নিজের ছাত্রদের হাতে।

● লেখক: শিক্ষার্থী, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়